দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
ঢাকা বুধবার, ১০ আষাঢ় ১৪১৬, ২৪ জুন ২০০৯

উন্নয়নের অন্তরায় বিশ্লেষণে প্রতিহিংসা

ড. এম. আজিজুর রহমান

একটি জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হল আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, বেকার সমস্যার দূরীকরণ, বাজার মূল্যের স্থিতিস্থাপকতা অর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুবিধাদির সুষম বন্টন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং সামগ্রিকভাবে সুখী-সমৃদ্ধি সমাজ গঠন। বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষ, পরিবার ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসা, গোত্রে গোত্রে প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিহিংসা, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং কর্মস্থলে প্রতিহিংসা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিহিংসা ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কীভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা নিয়ে দু'একটি কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের স্থাবর, অস্থাবর ও অর্থসম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি বা মানুষের জীবনের কৃতকার্যতার ইতিহাস, সুনাম, রূপ ও গুণ ইত্যাদি দেখে আমাদের অনেকের মনে ঈর্ষা হয়। আমার কেন ঐসব এবং এতোসব নেই। আমি একটু নীচের দিকে তাকালে হয়ত আমার মনে এতো ঈর্ষা সৃষ্টি হতো না। আমরা সবসময় ওপরের দিকে তাকাই এবং আমাদের উন্নত জীবনের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকিয়ে আমাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা হয়। কাউকে যোগ্যতার অধিকারী দেখলে হিংসা-বিদ্বেষে প্রতিহিংসুক হয়ে আমরা কষ্ট পাই। যোগ্য ব্যক্তির ধ্বংস ও বিলুপ্তি কামনা করি। সংক্ষেপে প্রতিহিংসায় আমরা যোগ্য ব্যক্তির শত্রু বনে যাই। যোগ্য ব্যক্তিকে সহ্য করা প্রতিহিংসুকের পক্ষে কষ্টকর। পাশের মানুষটিকে সুস্থ দেখলে প্রতিহিংসুক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যায়। আবার পাশের মানুষটিকে অসুস্থ দেখলে প্রতিহিংসুক ব্যক্তি রীতিমত সুস্থ হয়ে যায়। জন্মগতভাবে মানুষ স্বার্থপর। একটি শিশু তার আশপাশের পুতুল খেলনার সরঞ্জামাদি প্রায় সবগুলো একাই পেতে চায়। অন্য কোন শিশু তা পেতে চাইলে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। অনেক শিশুই আছে চকলেট খাওয়ার শেষে অতিরিক্ত চকলেটগুলো ভাইবোনকে না দিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার স্বার্থপরতা চরিতার্থ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আবার ঐ শিশু বড় হলেই যে স্বার্থপরতা হ্রাস পাবে তাও নয়। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে অন্য ধরনের স্বার্থপর। সে বড় হওয়ার পরও সবকিছু বেশি বেশি পেতে চায়। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে আত্মকেন্দ্রিক। আমরা অন্যের তুলনায় স্থাবর, অস্থাবর, অর্থসম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি ও সুনাম বেশি বেশি অর্জন করতে চাই।

হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার মৌলিক কারণ বা উৎস কোথায়? আগেই বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর এবং এই স্বার্থপরতাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ভাবেই নেয়া যায়। ইতিবাচক হিসেবে নিলে মানুষ নিজের গণ্ডির ভেতর থেকে সমাজের ওপরের দিকে না তাকিয়ে নিজের ক্ষমতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যা কিছু অর্জন করা যায় তা নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষ প্রতিহিংসুক হতে পারে না। সে চায় শুধু সুখী সংসার এবং সুখী জীবন। মানুষ যখন স্বার্থপরতাকে তার কর্মজীবনে নেতিবাচক হিসেবে নেয় তখন সমাজে সফল ও যোগ্য ব্যক্তির অর্জিত ভাল অবস্থা দেখে তার আর কোন কিছুই ভাল লাগে না। ধীরে ধীরে সে হিংসা-বিদ্বেষে প্রজ্বলিত হয় এবং প্রতিহিংসুক ব্যক্তি হিসেবে আচরণ করতে থাকে যা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিবর্গ, পরিবার, সমাজের জন্যে খুবই বিব্রতকর। একটি দেশের আইন-শৃঙ্খলার অভাব থাকলে প্রতিহিংসুক ব্যক্তি ঐ দেশ ও দশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেকটা ব্যাহত করে।

হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। প্রতিহিংসা দেশ ও দশের উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বড় অন্তরায় বা বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যেমন- ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্রতিহিংসা, পারিবারিক প্রতিহিংসা, বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল, এলাকাভিত্তিক ও সামাজিক প্রতিহিংসা। একটি পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ প্রতিহিংসার দরুন বাড়তি অস্থিরতা ও সুখ-শান্তি হ্রাস পায়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিহিংসা। স্বামী চায় তার দিকের আত্মীয়-স্বজনের আতিথেয়তা করতে। স্ত্রী তার দিকের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অতিথিপরায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এতে পারিবারিক সুখ ও শান্তি বাধাগ্রস্ত হয়। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, বাড়িঘর নিয়ে পরিবারের সুনামের বাহক হিসেবে ভাইয়ে-বোনে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-বোনে কাড়াকাড়ি লেগে প্রায় সবাই সবার প্রতি প্রতিহিংসুক হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কৃতিকে পরিবারের বিবাহিত মেয়েটিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ঔরসজাত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ঐ মেয়ের গর্ভধারিণী মা, বাবা, ভাই-বোন সবাই মিলে একদিকে হয়ে যায়। আবার পরিবারের বাইরে ব্যক্তি মানুষের ভেতরে, ব্যক্তিবর্গের ভেতরে ও আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে কমবেশি বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসা সুপ্তভাবে বিরাজ করে। অপেক্ষাকৃত অর্ধসচ্ছল ব্যক্তি বা পরিবারটি চায়ের টেবিলে বসে বন্ধুদের কাছে প্রতিহিংসায় নিকটতম সচ্ছল পরিবারের বিরুদ্ধে গীবত করে।

একটি সমাজে আরও বিভিন্ন ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কোনটি হালকা নয়। যেমন- রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ব্যবসায় প্রতিহিংসা, চাকরিতে প্রতিহিংসা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহিংসতা ইত্যাদি। ক্ষমতাসীন দল প্রতিহিংসায় বিরোধী দলের সবধরনের পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে চায়। দলীয়করণের মাধ্যমে কীভাবে আবার ক্ষমতায় আসা যাবে তার অপচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিভিন্নভাবে প্রতিহিংসার স্বরূপ হিসেবে সরকারী দল বিরোধী দলের কোন ব্যক্তিমানুষ, ব্যক্তিবর্গ বা বিরোধী দল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়দায়িত্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করে। প্রতিহিংসার আস্ফালনে তারা অর্জিত সামাজিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরো দেশটাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে। দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অপরদিকে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলের ভালমন্দ কোন কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। সবসময় সমালোচনায় উত্তেজিত হয়ে থাকে। স্ট্রাইকিং মুড নিয়ে হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও কর্মসূচী একটির পর একটি দিতেই থাকে। তাদের এ ধরনের অযাচিত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে একটা সমাজ হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশাজীবীদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসা প্রতিনিয়ত উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। একজন ব্যবসায়ী সবসময়ই চাইবে অন্য ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে। দেশের সাধারণ মানুষের কথা তারা ভাবে না। যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মাঝে মানসম্পন্ন জিনিসগুলো যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রি করতে হয়। তাতে বেশি মুনাফা না হওয়ার কারণে অস্থিরতায় ভুগতে ভুগতে একসময়ে অন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রতিহিংসুক হয়ে ওঠে। সে উপায় খুঁজতে থাকে কিভাবে অনিয়ম করে দুর্নীতির তোয়াক্কা না করে তার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীকে চিরতরে বসিয়ে দিবে এই কাজেই সে ব্যস্ত থাকে। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকবৃন্দ যেমন- আমলা, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের মনমানসিকতা থাকে ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি না করে নিজেদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করা। যাকে সংক্ষেপে বলে the man with working mode। আবার বিরোধী দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও নেত্রীবর্গ বেশিরভাগ সময় ব্যতিব্যস্ত থাকে ধর্মঘট, হরতাল ও ঘেরাও কর্মসূচী নিয়ে যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় একটি সমাজ তথা দেশ ও দশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন হয়।

পেশাগত প্রতিযোগিতার ভেতরে চাকরিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসা ও অফিস-আদালতে ক্ষয়ক্ষতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে পদোন্নতি, ট্রান্সফার, বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, অফিসের ভৌত সুবিধাদির সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে সহকর্মীদের ভেতরে প্রতিনিয়ত প্রতিহিংসা কাজ করে। তাই বলা হয় চাকরিতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সহকর্মীরা কিছু সামাজিক বন্ধু হলেও কোন দিনই আন্তরিক বন্ধু নয়।

ধর্মীয় প্রতিহিংসা অনেক সময় ভয়ংকর আকার ধারণ করে। বিভিন্ন ধর্মের মতাবলম্বীদের তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকে। নিজের ধর্মটা আমরা ঠিকভাবে পালন করি কি-না তা ভাবি না। অন্য ধর্ম এবং ঐ ধর্মের লোকের সাথে কোন রেষারেষির কথা শুনলেই আমাদের গা-জ্বালা করে। বিশ্বের বর্তমানে যতগুলো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ চালু আছে তার বেশিরভাগই ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিহিংসার কারণে। যেমন- আমরা জন্ম থেকেই শুনে আসছি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, চেচনিয়ায় যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তানরে মধ্যে যুদ্ধ। এরকম অনেক যুদ্ধের খবর আছে যা মূলত ধর্মীয় প্রতিহিংসার ওপর ভিত্তি করে চলছে। এ ধরনের প্রস্তুতি হিসেবে ঐ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোক যে পরিমাণ টাকা খরচ করে তার শতভাগের একভাগ বাজেটেরও দরকার হয় না এই বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচন করতে। ধর্মীয় হিংসা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা সারাবিশ্ব ও বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রার উন্নয়নে সবচেয়ে একটি বড় ধরনের অন্তরায়।

হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে দেশের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি হয়। অল্পসংখ্যক দ্রব্যাদির পেছনে অনেক ভোক্তা দৌড়ায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়। প্রতিহিংসার ফলশ্রুতি হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষ কর ফাঁকি দেয়। সরকারি আয় হ্রাস পায়। প্রতিহিংসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কারণে আয়ের সুষম বন্টন হয় না। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রকল্পগুলো আরও সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। চাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসামূলক আচরণের কারণে মানুষ উৎসাহ হারায়। বিভিন্ন কোম্পানী ও অফিস-আদালত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিহিংসার কারণে মানুষ, মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি হয়। আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বিশ্ব মানব জাতি রেহাই পায় না। ভাবতে হবে আমরা মানুষ। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের জীবন দু'দিনের এবং ক্ষণস্থায়ী। পরকালে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পরিবার, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যাসহ মানবতাবোধ, নৈতিকতার উন্নয়ন, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ভয়ভীতি এবং সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি অনুসরণ করতে হবে। অদৃশ্য শক্তি আমাদের অবলোকন করছে। মানুষের প্রতি মায়া, মমতা, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে পারলে হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা হ্রাস পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আইনের শাসন থাকতে হবে। বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ করতে হবে। প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি নির্মূল ও পুলিশ প্রশাসনের জটিলতা ইত্যাদি নিরসন করে প্রতিহিংসা ও সহিংসতাজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে দেশকে রক্ষা ও দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি